গদ্যসাহিত্য

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যেও প্রথম পদ্যের উদ্ভব এবং পদ্যেই সাহিত্যরচনার শুরু, গদ্যের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত পরের যুগে | বৈদিক সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বে অর্থাত সংহিতাযুগে গায়ত্রী, অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দে রচিত পদ্যের সার্বিক প্রাধান্য এবং সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের স্থান সমধিক | ছন্দোবন্ধন, গীতিময়তা ও সুবোধ্যতা গুণে পদ্য সহজেই শ্রোতার চিত্তাকর্ষক হয় | যখন লিখন-পদ্ধতির প্রচলন হয়নি, তখন মৌখিক ভাষায় রচিত পদ্য-ই ছিল প্রকৃত সাহিত্য | বৈদিক সংহিতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, অভিধান, কাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ সাহিত্যের অধিকাংশ -ই আদ্যন্ত পদ্যে রচিত | নাটক, চম্পূ, কথাসাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের সমান মর্যাদা, আবার কখনো কখনো পদ্য গদ্যের সংযোজক | তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃত সাহিত্যে অতি প্রাচীন কালেই গদ্যের উদ্ভব এবং সামগ্রিক উত্কর্ষের বিচারে গদ্যের স্থান পদ্য অপেক্ষা ন্যূন নয় |

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য যেমন অতি প্রাচীন, তেমনি পদ্যের ন্যায় বিশাল, ব্যাপক ও বহুমুখী ধারার অনুশীলিত | কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় সংস্কৃত গদ্যের প্রাচীনতম রূপটি পাওয়া যায় | অথর্ববেদের এক- ষষ্ঠাংশ গদ্যে রচিত | তবে অথর্ববেদের গদ্য যজুর্বেদের গদ্য অপেক্ষা কিঞ্চিত পরবর্তী | যজ্ঞের ব্যাখ্যান ও বর্ণনামূলক ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি (কতিপয় গাথা ব্যতীত) সামগ্রিকভাবে গদ্যে রচিত | বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় পর্বে গদ্য ও পদ্য সমমর্যাদা লাভ করেছিল | রচনাশৈলীর বিচারে ব্রাহ্মণের গদ্য সংহিতার মন্ত্র ও সূত্র সাহিত্যের মধ্যবর্তী | সংহিতার সীমিত গদ্য এবং ব্রাহ্মণের সার্বিক গদ্যরীতি সরল ও অনাড়ম্বর, বাক্‌শৈলী ঋজু এবং উপমা-রূপকাদির ব্যবহার বিশেষ সংযত | বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণগুলি এক-ই সময়ের রচনা নয় | অর্বাচীন কালের ব্রাহ্মণগুলিতে ধ্রুপদী গদ্যের সূচনা পরিলক্ষিত হয় | আরণ্যকের গদ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণের গদ্যের তুল্য রচনা | যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণের গদ্যরীতি সরল ও সন্নদ্ধ, সাহিত্য-সুষুমায় শ্রুতিসুখদ ও মনোগ্রাহী |

উপনিষদেও সচরাচর এই রচনারীতি অনুসৃত | উপনিষদের গদ্য ও ধ্রুপদী গদ্য উভয়েই মধ্যবর্তীরূপে সূত্রসাহিত্যের গদ্যকে নির্দেশ করা যায় | সামগ্রিক বিচারে বৈদিক গদ্যরীতি ঋজু, সংহত, সহজবোধ্য, বাক্যরীতি সাবলীল, সন্ধির আতিশয্য ও সমাসের ঘটা না থাকায় বাক্যগঠন বেশ আঁটোসাটো অথচ স্বচ্ছন্দ |

বৈদিক ও তদুত্তর সাহিত্যে ছন্দের ওপর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পদ্যরচনায় বহুমুখী ধারা বিকশিত হয়ে উঠেছিল | গদ্যরচনায় এরূপ বৈচিত্র্যের উপাদান স্বভাবত-ই ছিল না | কিন্তু বৈদিকোত্তর গদ্যে প্রাচীন ঋজু ও অনাড়ম্বর রচনাশৈলীর সঙ্গে পদ্যের খণ্ডিত মাধুর্যের ঐক্যসাধনের ফলে স্বাভাবিক সুষমবিন্যাস উদ্ভাসিত | অন্যদিকে প্রাচীন সূত্রসাহিত্যে (বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র এবং পরবর্তী ভাষা, টীকা প্রভৃতি রচনায়) নিরাড়ম্বর তীক্ষ্ণ, ঋজু ও ওজস্বী গদ্যরীতির প্রচলন ঘটেছিল | পতঞ্জলির মহাভাষ্য, শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার গদ্যরীতি এবং পৌরাণিক ও কাব্যিক গদ্যশৈলীর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যগোচর হয় | মহাভারত ও পুরাণেই প্রথম (বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি) প্রসাদগুণ সমন্বিত সাহিত্যিক গদ্যের ছাঁদটি সম্পূর্ণ রূপে পাওয়া গেল | সূত্র ও ভাষ্যজাতীয় রচনায় ওজস্বী ও ঋজু গদ্যশৈলী সর্বত্র অনুসৃত হলেও উত্তরোত্তর বৈচিত্র্যের আড়ম্বর বৃদ্ধি পেয়েছে | কিন্তু সেই ছাঁদটি সাহিত্যিক গদ্যরীতি অপেক্ষা পৃথক শৈলীতে প্রবাহিত | শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক আলোচনাত্মক গদ্যে তীক্ষ্ণধার বাগ্বিন্যাস, ওজোগুণের দীপ্তি, শব্দার্থের মার্জিত ঠাট, বুদ্ধির চমক, সংহত গঠনশৈলী বিশেষভাবে লক্ষণীয় | ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকারণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ), কল্পসূত্রের 4 বিভাগ, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি চিকিত্সাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ধনুর্বেদ এবং ধর্মসূত্র, স্মৃতি, অলঙ্কার প্রভৃতির টীকা ইত্যাদি সাহিত্যসম্ভার সব-ই গদ্যাত্মক |

অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধানানুসারে সামগ্রিক বিচারে সাহিত্য বা কাব্যের দ্বিধা ভেদ - দৃশ্য ও শ্রব্য | সমগ্র নাট্যসাহিত্য দৃশ্য কাব্যের অন্তর্গত | শ্রব্যকাব্যের প্রধানতঃ তিন ভেদ - গদ্য, পদ্য, মিশ্র | অক্ষর বা মাত্রার দ্বারা নির্ধারিত ছন্দোবদ্ধ চরণে বিন্যস্ত চতুষ্পদী রচনাকে পদ্য বলা হয় | গদ্য পদ্যের ন্যায় চরণ থাকে না | গদ্য সাহিত্যের মূল বিভাগ দুটি - কথা

ও আখ্যায়িকা | আলঙ্কারিকগণ উভয়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন | কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে কিনা সে বিষয়ে প্রাচীন সমালোচকদের অনেকের মনে সন্দেহ ছিল | বস্তুতপক্ষে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ লক্ষ্য করা যায় না | পাশ্চাত্য আলোচকগণ কথাজাতীয় গদ্য সাহিত্যিকে Prose Romance বলেছেন | তদনুসারে বাংলার আধুনিক নামকরণ হয়েছে "রমন্যাস" | আধুনিক সাহিত্যের উপন্যাস ও ছোটোগল্পের অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত কথা ও আখ্যায়িকায় সুলভ | এজাতীয় রচনার উদ্ভব কীভাবে ঘটে, তার ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত, কারণ কতিপয় প্রাচীন গদ্যকাব্যের নামমাত্র পাওয়া যায় | বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ইতিহাস-পুরাণের সঙ্গে আখ্যান-আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন | পতঞ্জলির মহভাষ্যে বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী নামক গদ্যকাব্যত্রয়ীর নাম পাওয়া যায় | যেমন বররুচির চারুমতী, সোমিলের শূদ্রককথা, রুদ্ররচিত ত্রৈলোক্যসুন্দরী | বাণভট্ট আঢ্যরাজ ও ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যরচনার প্রশংসা করেছেন |